দৈনিক খবর

খবর ৫

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

তারিখ 03 JAN 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

002

ছাত্র-ছাত্রীরা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষ শেষ হয় নভেম্বর-ডিসেম্বরে। এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয় দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষা এবং অন্যান্য শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কোমলমতির। হঠাৎ করে এদের মনে কোন আঘাত দেয়া উচিৎ নয়। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তিদানের বিরোধিতা করেছেন।

গত শিক্ষা বছর নির্বাচনী পরীক্ষা শুরু হতে না হতেই দশই নভেম্বর থেকে শুরু হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা। স্কুল বন্ধ থাকলো প্রায় ডিসেম্বর অবধি। এর ফলে অন্যদিকে কি হলো না হলো তা আমার ভাববার বিষয় নয়। আমার কথা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। পরীক্ষার তারিখ নির্দিষ্ট থাকলো না। একদিনের পরীক্ষা অন্যদিনে নিতে হলো। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রস্তুতি নিয়েছে সমাজবিদ্যায়, স্কুলে গিয়ে দেখে পরীক্ষা হবে ইংরেজীর। কোন কোন দিন আবার পরীক্ষা না হওয়ায় ঘুরে আসলো। পরীক্ষা হবে কি হবে না, এই দ্বিধায় অনেকে স্কুলে যায়নি বলে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায়নি। নির্বাচনী পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে যখন এসেছে তখনই তার পরীক্ষা নিয়েছেন কোন কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এছাড়া কোন বিকল্প উপায় ছিলো না। এবারের সব ছাত্র-ছাত্রীই মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। ফলে পরীক্ষা আশানুরূপ হয়নি। অনেকের ফলাফলও আশানুরূপ হয়নি। এর প্রভাব পড়বে পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময়।

এর জন্য দায়ী কে? নিশ্চয় শিক্ষকরা নন। দায়ী রাজনৈতিক পক্ষ, প্রতিপক্ষ। অথচ '৮৫-৮৬-র শিক্ষক আন্দোলনে শিক্ষকদের দোষারোপ করা হয়েছিলো। শিক্ষকরা নিজেদের বাঁচার দাবীতে আন্দোলনে নেমেছিলেন। যথেষ্ট সময়ও ছিলো। সহৃদয়তার সঙ্গে শিক্ষকদের দাবী বিবেচনা করলে '৮৬-র এসএসসি পরীক্ষায় সংকট সৃষ্টি হতো না।

প্রায় একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে উচ্চ শিক্ষায়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে। সেশন জটকে আরও জটাবদ্ধ করা হয়েছে। পরীক্ষার চাকা পেছনে আর চাকরির বয়সসীমার চাকা সামনে ঘুরছে। শিক্ষা জগতে অশুভ শক্তির বিস্তার লক্ষণীয়। যার প্রভাব কেবলমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নয়, দেশ ও জাতির উপরেও পড়ছে।

তাই কেবলমাত্র বঞ্চিত আর অবহেলিত মাধ্যমিক শিক্ষকদের যখন তখন দোষারোপ না করে এই দুরবস্থার জন্য প্রকৃতপক্ষে যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আজ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

মজির হোসেন চৌধুরী
৬০, লক্ষীবাজার
ঢাকা—১।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অবিচার কেন?

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-বিরোধী প্রশাসনের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় বিশজন ছাত্রের শিক্ষা জীবন আজ হুমকির সম্মুখীন। ইসলাম শান্তির ধর্ম। সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইসলাম সর্বদা সোচ্চার। সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতিসহ যাবতীয় পাপকর্ম পরিত্যাগ করে সত্য শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে জীবনগড়ার জন্যই এদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই আদর্শে মানুষ হওয়ার জন্যই আমরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবে আমরা তার বিপরীত শিক্ষাই পাচ্ছি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন নিজ স্বার্থের জন্য যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে তার প্রমাণ বিশ জন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র সকল প্রকার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে, সেটাই স্বাভাবিক। অথচ সত্যের পক্ষে কথা বলতে যেয়ে এবং সকল প্রকার দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদ করতে যেয়ে বিশজন ছাত্রের শিক্ষা জীবন আজ বিপন্ন প্রায়। বিভিন্ন পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে পাস করা সত্ত্বেও বিশ জন ছাত্র আজ পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার অজুহাতে বহিষ্কৃত। অপরদিকে সকল প্রকার দুর্নীতির পক্ষাবলম্বনকারী এবং প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের লেবাসধারী একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের নেতারা কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে দ্বিতীয় বর্ষে তাদের প্রমোশন দেয়া হয়েছে।

বহিষ্কৃত ছাত্রদের মধ্য হতে যারা প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং প্রশাসনের পছন্দনীয় সংগঠনে যোগ দিয়েছে তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, এ কেমন বিচার? সত্যের পথে কথা বলাই কি অপরাধ? একই কারণে বহিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কারো কারো বহিষ্কারাদেশ কিভাবে প্রত্যাহার করা হলো? জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষার জন্য শহীদ মিনার নির্মাণ করে কি